


যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এমন অনেক ফকীর-মিছকীনকে যাকাত দেয়া হয় যারা তাওহীদ...

প্রশ্ন:- যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এমন অনেক ফকীর-মিছকীনকে যাকাত দেয়া হয় যারা তাওহীদ বিরোধী কাজ-কর্ম করে থাকে। যেমন- মৃতদের উদ্দেশ্যে যবেহু করে থাকে, তাদের কাছে সাহায্য বা বিপদমুক্তি কামনা করে এবং বাৎসরিকভাবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিদ‘আতী অনুষ্ঠান বা মাহ্ফিলে গমন করে থাকে। এধরনের লোক কি যাকাত পাওয়ার অধিকারী বা উপযুক্ত?

উত্তর:- যাকাত দিতে হবে এমনসব মুছলমান ফকীরদের, যারা সঠিক তাওহীদের উপরে এবং সরল ‘আক্বীদাহ-বিশ্বাসের উপরে অনড় ও অবিচল আছে। যে ব্যক্তি সঠিক তাওহীদী ‘আক্বীদাহ-বিশ্বাসের বিপরীত কাজকর্মে বা শির্কে আক্বারে লিপ্ত, যেমন- যারা মৃতদের নিকট সাহায্য কামনা করে, তাদের (মৃতদের) উদ্দেশ্যে নয়র-মানত করে, বারাকাত লাভের উদ্দেশ্যে তাদের ক্বাবরে গমন করে এবং সেখানে গিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে, সে তো মুছলমান-ই নয় বরং সে শির্কে আক্বারে তথা ইছলাম থেকে বহিষ্কারকারী শির্কে লিপ্ত; মুশরিক। তাকে যাকাত দেয়া জায়িয় নয়। যাকাত দিতে হবে সঠিক তাওহীদের উপরে অনড় ও অবিচল আছে এমন মুছলমান ফকীরকে। আমরা আল্লাহর কাছে হিদায়াত এবং তাওফীকু প্রার্থনা করছি, আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন পথভ্রষ্ট মুছলমানদের হিদায়াত দান করেন। যারা বিভিন্ন বিদ‘আতী ও কুসংস্কারমূলক আচার-অনুষ্ঠানে গমন করে, তাদেরকে যাকাত দেয়ার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই। কখনো দেখা যায় যে, অনেক ফকীর-মিছকীন কেবল বিদ‘আতী বা কুসংস্কারমূলক আচার-অনুষ্ঠানেই নয় বরং এমনসব অনুষ্ঠান বা মাহ্ফিলে অংশগ্রহণ করছে যেখানে মৃত কিংবা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ডাকা হচ্ছে, তাদের নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে, অথচ এসব কাজ হলো শির্কে আক্বার। সুতরাং যারা শির্কী আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়িয় নয়।

সূত্র:- ফাতাওয়া আশ্শাইখ সালিহু আল ফাওয়ান  ।